أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/٤)

www.motaher21.net

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে,

Those who spend their wealth in Allah's cause by night and day.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭৪

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

২৭৪ নং আয়াতের তাফসীর:

আল কুর’ আনে দান-সাদাকাকারীর প্রশংসা করা হয়েছে

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

এরপর মহান আল্লাহ্ ঐসব লোকের প্রশংসা করেছেন যারা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করে। তাদেরকেও প্রতিদান দেয়া হবে এবং তারা যে কোন ভয় ও চিন্তা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। পরিবারের খরচ বহন করার কারণেও তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, মাক্কা বিজয়ের বছর এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বিদায় হাজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা ‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) -কে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গিয়ে বলেনঃ

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.

‘তুমি মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে তিনি এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন, এমনকি তুমি স্বয়ং তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াবে তারও প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে।’ (সহীহুল বুখারী-১/১৬৫/৫২, ৩/১৯৬/১২৯৫, ৭/৭১২/৪৪০৯, ফাতহুল বারী -৩/১৯৬, সহীহ মুসলিম-৩/১২৫০,১২৫১,/৫, সুনান আবূ দাউদ-৩/১১২/২৮৬৪, জামি ‘ তিরমিযী-৪/৩৭৪/২১১৬, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-২/৪/৭৬৩, মুসনাদ আহমাদ -১/১৭৯) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যেঃ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

‘মুসলিম ব্যক্তি সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য যা খরচ করে তাও সাদাকাহ।’ ইমাম বুখারী (রহঃ) মুসলিম (রহঃ) ’ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (সহীহুল বুখারী- ১/১৯৫/৫৫, মুসনাদ আহমাদ -৪/১২২, ফাতহুল বারী -১/৫৫, সহীহ মুসলিম-২/৬৯৫/৪৮)

মহান আল্লাহ্র আনুগত্য লাভ করার উদ্দেশ্যে যারা রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।

(اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ...)

যারা রাতে ও দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাদের মাল খরচ করে’ তথা যারা সর্বদা আল্লাহ তা ‘আলার পথে ব্যয় করে। তবে কখনো গোপনের চেয়ে প্রকাশ্যে, আবার কখনো প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনে দান করা উত্তম হয়। যখন প্রকাশ্যে দান করলে অন্যরা উৎসাহিত হবে তখন প্রকাশে দান করা উত্তম, তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনক্রমেই মনে মানুষের বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা না জাগে। পূর্বের আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাটি নিয়্যতে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়্যত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে দান করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে দান-সদকা নির্ভুল ও সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশংকা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যারা দান করে তাদের অনেক প্রতিদান রয়েছে।